উপদেষ্টা
ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস
ড. আব্দুস সাত্তার সৈয়দ
সম্পাদনা উপদেষ্টা
প্রকৌশলী এম. এস. ওয়াহেদ
সম্পাদক
এস. এ. বি. এম. বদরুদ্দোজা
নির্বাহী সম্পাদক
ডাঃ শামীম আখতার তুষার
সিনিয়র কারিগরী সম্পাদক
ইকো আজহার
সহযোগী সম্পাদক
মইন উদ্দীন মাহমুদ স্বপন
সহকারী সম্পাদক
তামান্না হাসিনা
এম. এ. হক অনু
সম্পাদনা সহযোগী
❑ মোঃ আবদুল ওয়াহেদ ❑ জহিরুল করিম
❑ সিরাজুল ইসলাম ❑ সমর রঞ্জন মিত্র
❑ আসিফ রাজা ❑ শম্পা মাহমুদ
❑ নাসরাজ হোসেন ❑ দিল আফরোজ
বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ — আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা — কানাডা
ড. এস মাহমুদ — বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী — অস্ট্রেলিয়া
হারুনুর রশিদ — জাপান
আবুল কাশেম মিয়া — জাপান
মাহবুব রহমান — জাপান
এস. ব্যানার্জী — ভারত
মোঃ মিনহাজ ফেরদৌস — পাকিস্তান
আঃ ফঃ মোঃ সামসুজ্জোহা — সিংগাপুর
মোঃ জাহিদুর রহমান — মালয়েশিয়া
এন. এম. জামাল — সুইডেন
মোঃ হাফিজুর রহমান — হল্যান্ড
নাহিদ উদ্দিন পারভেজ — মধ্যপ্রাচ্য
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : এম. এ. হক অনু
কমপিউটার কম্পোজ : সমর রঞ্জন মিত্র
কমপিউটারদাইন
১৪৬/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬৬৭৪৬, ৫০৫৪১২ ফ্যাক্স : ৮৬২১৯২
মুদ্রণে : ন্যাশনাল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০-৫১, বেগম বাজার, ঢাকা।
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক
শিরীন আখতার
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
প্রকৌশলী নাজনীন নাহার মাহমুদ
উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপক
ফারজানা হামিদ
সহকারী বিতরণ ব্যবস্থাপক
হাজী মোঃ আবদুল মতিন
অফিস সহকারী
মোঃ আনোয়ার হোসেন ও মোঃ সাকাতেত হোসেন
প্রকাশক : নাজমা কাদের
১৪৬/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬৩৫২২, ৮৬৬৭৪৬, ৫০৫৪১২
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৬২১৯২
ই-মেইল : comjagat@citechco.net

Editor : S.A.B.M. Badruddoja
Executive Editor :
Dr. Shamim Akhter Tushar
Senior Technical Editor :
Echo Azhar
Senior Correspondent : Kamal Arsalan
Special Correspondent :
❑ Nadim Ahmed ❑ Reazul Ahsan
❑ Akmal Hossain Khokon
Published by : Nazma Kader
146/1, Azimpur Road, Dhaka-1205
Tel. : 863522, 866746, 505412,
Fax : 88-02-862192
E-mail : comjagat@citechco.net

কালক্ষেপণ নয়, কর্মোদ্যোগ চাই

বাস্তবতার রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত, আত্মঘাতী কলহে লিপ্ত এখন বাংলাদেশ। চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সম্ভাবনার একেকটি ট্রেন। ডাটা এন্ট্রি, ওয়াই টু কে, ইউরো মানি কনভার্সন এর চলমান যন্ত্রশকট। দ্বিধাবিভক্ত বাংলাদেশ। উদ্যোক্তারা সরকারকে বোঝাচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ ভবিষ্যতে কতোটা অর্থনৈতিক সুফল বয়ে আনতে পারে। আর সরকার উদ্যোক্তাদের কাছে জানতে চাইছে ঠিক কতোটুকু করে দেয়া হলে সত্যিই কি কোন রাজস্ব সরকারের কোষাগারে জমা পড়বে? এই আত্মঘাতী বাক্যালাপের ফাঁক গলে পেরিয়ে যাচ্ছে মূল্যবান সময়। পিছিয়ে পড়ছে গোটা দেশ।

তথ্য প্রযুক্তি খাতের সরকারী পদক্ষেপ বনাম ব্যবসায়ী উদ্যোগের এই টানাপোড়ন কোন নতুন ব্যাপরে নয়। প্রায় এক দশক সময় ধরে **কমপিউটার জগৎ**-এর মাধ্যমে দেশী-বিদেশী বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী সরকারকে বোঝাতে চেয়েছেন তথ্য প্রযুক্তি খাত থেকে দেশ কি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে। এসব ব্যক্তিত্বের তালিকায় শহীদ বুদ্ধিজীবীর কন্যা কমপিউটার বিজ্ঞানী নুসরাত রেটিনা থেকে শুরু করে অধ্যাপক জন মরিসনের মতো মানুষের নাম পর্যন্ত রয়েছে। রয়েছে প্রায় এক দশকে **কমপিউটার জগৎ** আয়োজিত প্রায় আধডজন সাংবাদিক সম্মেলনের লিপিবদ্ধ বক্তব্য। এসব কিছুর লক্ষ্য ছিলো অভিন্ন। দেশকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নতুন সিঁড়িটি দেখিয়ে দেয়া। আশা, সরকার নিজেই একসময় উদ্যোগী হবে এ সোপান ভেঙ্গে ওপরে উঠতে।

অন্যদিকে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে অনেকটাই রক্ষণাত্মক। ব্যক্তি মালিকানায় কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ থেকে আসলেই কতোটুকু রিটার্ন আসে সে সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে সরকার বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক নয়। তারপরও, অনেকটা সাহসী হয়েই দু'বছর আগে কমপিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি পণ্যের ওপর থেকে শুল্ক ও কর প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কিন্তু তারপর সময় গড়িয়েছে অনেক; অথচ কোষাগারে জমা হয়নি তেমন কিছুই। ফলে পরবর্তীতে অন্য কোন পদক্ষেপ নিতে সরকার আর উৎসাহ দেখাচ্ছে না।

অবস্থাটা এখন 'ডিম আগে না— মুরগী আগে' ধাঁচের হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্যোক্তারা বলছে অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক সহায়তা দিন, সুফল পাবেন। সরকার বলছে সুফল লাভের প্রমাণ দিন, অবকাঠামো ও সহায়তা পাবেন। এই 'এগ-চিকেন' টানাপোড়নে পড়ে নিশ্চল হয়ে রয়েছে দেশের অগ্রগতি। কিন্তু আমাদের কি এই স্থবির নিশ্চলতার মাশুল গোণার সামর্থ্য রয়েছে?

মাশুল দেয়ার প্রশ্ন উঠছে এজন্য যে, তথ্য প্রযুক্তির প্লাটফর্মে বাংলাদেশকে পাশ কাটিয়ে সম্ভাবনার ট্রেনে চড়ছে এবং আরও শাণিত হচ্ছে আমাদের আশে পাশের প্রায় প্রতিটি দেশ। নিজেদের সাধ্যমতো সুফল ঘরে তুলছে তারা। প্রতিযোগিতায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সামর্থ্য লাভ করে। ডারউইনের সেই পুরানো থিওরী— **সারভাইভাল অফ দি ফিটেস্ট**— যেন তথ্য প্রযুক্তি জগতের নতুন প্রথা। এই নতুন প্রথার যুগে টিকে থাকার জন্য চাই ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, দ্রুতগতিতে কাজ শুরুর সক্ষমতা। সরকারের অবকাঠামো তৈরির পদক্ষেপ না ব্যবসায়িক উদ্যোগ কোন্‌টি আগে হবে তা নিয়ে অহেতুক বিতর্ক শুধু দেশের পশ্চাৎ যাত্রাকেই এগিয়ে নিবে।

এই অহেতুক কালক্ষেপণের কালছায়া থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অবিলম্বে এগিয়ে আসতে হবে দেশের সীমিত সম্পদ ও জনগণের সামর্থ্যের কথা মাথায় রেখে। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজি জ্ঞান কম, বিজ্ঞানের বুৎপত্তিও তেমন গভীর নয়। আন্তর্জাতিক মানের সফটওয়্যার রফতানি বা ইউরোমানি কনভার্সনের মতো জটিল কাজগুলো আমাদের ছেলেমেয়েরা খুব তাড়াতাড়িই ধরতে পারবে না। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের জন্য দেশীয় বাজারে দক্ষতা অর্জনের প্রেক্ষাপটটিও এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। সে প্রেক্ষিত যতোদিন না তৈরি হয়, ততোদিন আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে বিকল্প, অর্থকরী কর্মকাণ্ডের দিকে। এর একটি হতে পারে স্বল্প পুঁজিতে বাড়িতেই ছোট্ট অফিস চালানো, যেটিকে পশ্চিমা পরিভাষায় বলা হয় স্কল অফিস হোম অফিস (SOHO)। ছাত্র-ছাত্রী, গৃহবধূ, পার্ট টাইম ওয়ার্কার, কমপিউটার পেশাজীবী থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠিত প্রোগ্রামাররা পর্যন্ত এ পদ্ধতিতে উপার্জন করতে পারেন বাসায় বসেই। এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে তারই পথ দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ধরনের আরো অসংখ্য স্বল্প পুঁজির ব্যবসা ক্ষেত্র খুঁজে বের করতে হবে আমাদের উদ্যোক্তাদের। প্রফেশনাল পর্যায়ে কাজ করার যোগ্যতা অর্জনের সাথে সাথে বা আগে পর্যন্ত এসবই বাঁচিয়ে রাখবে এদেশের তথ্য প্রযুক্তির রুগ্ন জীবন, সচল রাখবে অর্থনীতির প্রায় নিশ্চল চাকাটিকে। এ মুহূর্তের স্লোগান তাই হোক— 'আর কালক্ষেপণ নয়, কথার ফুলঝুরি নয়, শুরু হোক সামর্থ্য ও সম্পদ অনুযায়ী কাজের উদ্যোগ।'

লেখক সম্পাদক : ❖ প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম ❖ ফরহাদ কামাল ❖ ইথার হান্নান ❖ মোঃ জহির হোসেন